তারিখ 28 MAR 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যুগান্তর

সাভারে শিক্ষক ভাড়া নিয়ে চলছে নাইটিংগেল মেডিকেল কলেজ

জাভেদ মোস্তফা, *সাভার*

সাভারের আশুলিয়ার নরসিংহপুরে অবস্থিত নাইটিংগেল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালে ২২০ জন শিক্ষার্থীর জন্য নেই পর্যাপ্ত শিক্ষক, হাসপাতালে নেই রোগীও, শুধুমাত্র পরীক্ষা এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও বোর্ডকে দেখানোর জন্য মাসিক চুক্তিতে শিক্ষক ভাড়া করে আনে কর্তৃপক্ষ। এমনকি হাসপাতালে ভাড়া করে সুস্থ রোগী হিসেবে সাজিয়ে রাখা হয় ওই হাসপাতালে। এতে চিকিৎসাসেবা দেখার জন্য বঞ্চিত হতে থাকে শিক্ষার্থীরা। জানা যায়, প্রথম বর্ষ থেকে শুরু করে শেষ বর্ষ পর্যন্ত প্রায় ২২০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে এ কলেজে। তবে এতজন শিক্ষার্থীর জন্য নেই পর্যাপ্ত শিক্ষক, হাসপাতালে রোগীরাও নেই, আবার বিএমডিসির অনুমোদন দেখিয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হলেও নেই কোনো অনুমোদন। কর্তৃপক্ষের এমন প্রতারণা সহ্য করতে না পেরে কলেজ পরিবর্তনের (মাইগ্রেশন) আন্দোলনে নামে শতাধিক শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের একপর্যায়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের কলেজ পরিবর্তনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন। এরপর এক সপ্তাহ তো দূরের কথা এক মাস পার হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত কোনো প্রজ্ঞাপন জারি না করায় আশুলিয়ার নাইটিংগেল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালের ১০২ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে আছে। আশুলিয়ার নরসিংহপুর এলাকায় ২০০৫ সালে নাইটিংগেল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রথম কয়েক বছর ঠিকমতো পরিচালনা হলেও এরপর থেকেই নানা অনিয়মের মধ্য দিয়েই পরিচালিত হয়ে আসছে। সর্বশেষ অনিয়ম ও সরকারি নীতিমালা ভঙ্গের অভিযোগে গত বছরের ১২ জুন কলেজটি বন্ধ করে দেয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। পরে আন্দোলনে নামে শিক্ষার্থীরা। তাদের আন্দোলনের মুখে বন্ধ ঘোষিত মেডিকেল কলেজ পুনরায় খুলে দেয়া হয়। এরপরও থামেনি কর্তৃপক্ষের অনিয়ম আর প্রতারণা। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন ও বিএমডিসির অনুমোদনের কথা বলে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নতুন নতুন প্রতারণা করতে শুরু করে কলেজটির কর্তৃপক্ষ। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের অনুমোদন তো দূরের কথা বিএমডিসির অনুমোদনও নেই জানতে পেরে ওই কলেজের ২২০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে অধিকাংশ শিক্ষার্থী কলেজ পরিবর্তনের (মাইগ্রেশন) দাবি জানায়। পরে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বিদেশী ৩৫ শিক্ষার্থীদের মাইগ্রেশন করে। গত বছরের ডিসেম্বর মাসে ৩৫ বিদেশী শিক্ষার্থী কলেজ পরিবর্তন করে অনত্র ভর্তি হয়ে যায়। এরপর নাইটিংগেল মেডিকেল কলেজের আরও ১০২ শিক্ষার্থী মাইগ্রেশনের দাবি জানায়। পরে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি দুপুরের দিকে মন্ত্রণালয়ের বিপরীত পাশে মাইগ্রেশনের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন শুরু করে তারা। এর একপর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে দু'জন প্রতিনিধি আশরাফুজ্জামান নয়ন ও জিনাত নাজমিনের সঙ্গে কথা বলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী। এরপর তিনি ওই দুই শিক্ষার্থীর উপস্থিতিতে মাইগ্রেশন সংক্রান্ত এক নির্দেশে স্বাক্ষর করে আগামী সাত কার্যদিবসের মধ্যে যাবতীয় কর্যক্রম শেষ করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু এর মধ্যে এক মাস পার হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত সেই প্রজ্ঞাপন তাদের মেডিকেলে এসে পৌঁছায়নি। তাই তারা দ্রুত মাইগ্রেশনের দাবি জানান। এ ব্যাপারে নাইটিংগেল মেডিকেল কলেজের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মিজান বলেন, আমি নতুন এসেছি। বিএমডিসির অনুমোদন ও মাইগ্রেশনের বিষয়ে জানা নেই।